গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

মার্চ/২০১৭ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ৩০.০৩.২০১৭ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি স্বাধীনতার মাসে শহীদদের স্মরণ করেন এবং দেশের উন্নয়নে সকলকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। অতঃপর গত ২৩.০২.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভাপতি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচী অনুসারে উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ করেন।

৪.১। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)ঃ

আলোচনাঃ

সভায় আলোচনা হয় যে, রেল কম্পার্টমেন্টগুলো অপরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে যাত্রীদের অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (উঃ ও পরিঃ) কে আহবায়ক করে গঠিত সুইপার নিয়োগের ক্ষেত্রে আউট-সোর্সিং করা সংক্রান্ত কমিটির অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান। অতিরিক্ত সচিব (উঃ ও পরিঃ) জানান যে, বর্তমানে অনুমোদিত জনবল এবং প্রদেয় শ্রমিক মজুরীর হার (দৈনিক ২৬৫/- টাকা) দ্বারা কোনক্রমেই মানসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে টি এল আর হিসেবে কর্মরত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরীর হার পুনঃনির্ধারণ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় শহর ও অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা ও উপজেলা এলাকায় অবস্থিত দপ্তরসমূহে নিয়মিত দক্ষ শ্রমিকদের জন্য যথাক্রমে ৫০০/- টাকা, ৫০০/- টাকা, ৪৫০/- টাকা এবং অনিয়মিত দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ৪৭৫/- টাকা, ৪৫০/- টাকা ও ৪০০/- টাকা করা যেতে পারে। তাছাড়া খালাসী ও সুইপার এর শূন্য পদে নিয়মিত নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত শূন্য পদের ৯০% টিএলআর নিয়োগের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম অব্যহত রাখা এবং ১০% শূন্য পদের নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া যেতে পারে। তদুপরি লোকোমেটিভ ও কোচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ সংরক্ষণের বিষয়েও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

ডিজি, বিআর জানান যে, আন্তঃনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার জানুয়ারি/২০১৭ মাসে যথাক্রমে ৯২%, ৭৯.৫০%, ৮৭% । ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে আন্তঃনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৯১.৫০%, ৮২%, ৮৫% নবনিয়োগকৃত স্টেশন মাস্টারদের পদায়ন করা হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। এছাড়া ট্রেনের running time কমানো হয়েছে যাতে যাত্রীরা আরও কম সময়ে গন্তব্যে পৌছাতে পারে। নতুন সময়সূচী কার্যকর হওয়ার পূর্বেই প্রচারের জন্য জাতীয় পত্রিকায় চিঠি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি স্টেশনে স্থায়ীভাবে সময়সূচি বোর্ডে নতুন সময়সূচি প্রদর্শন করা হচ্ছে। ট্রেনের ভিতর, সীট কভার এবং টয়লেট নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি/১৭ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৬৫৭ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৫৯৩ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি/১৭ মাসে পূর্বঞ্চলে এমজি ২৭৫টি কোচের চেয়ার মেরামত এবং পশ্চিমঞ্চলে এমজি ১৫ টি ও বিজি ৩৮টি কোচের চেয়ার পরিবর্তন এবং এমজি ৪৭টি এবং বিজি ১১২টি কোচের চেয়ার মেরামত করা হয়েছে। পূর্বের চেয়ে ট্রেনের কামরার বাতি, পানি, আলোর ব্যবস্থা ভাল। বর্তমান সময়সূচি অনুযায়ী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থেকে চাকুরিজীবীদের জন্য কমিউটার ট্রেনের সময়সূচি ঠিক করা হয়েছে। তবে অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা এবং অত্যাধিক লেভেল ক্রসিং এর কারণে ট্রেনের সময় নিয়ন্ত্রণ মাঝে মাঝে দুরুহ হয়ে পড়ে। যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বদা মনিটরিং করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ করতে হবে।

(২) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৯৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হারের বিষয়টি জনসাধারণের নিকট বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ট্রেনে হিজড়াদের উত্ত্যক্ত করার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৬) স্টেশন ও ট্রেনে হকার এবং অবাঞ্চিত ব্যক্তি যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৭) ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থেকে চাকুরিজীবীদের জন্য কমিউটার ট্রেনের সময়সূচী সমন্বয় করতে হবে, যাতে ঠিক সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারেন। প্রয়োজনে তাদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/আরএস/অপারেশন/) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন/প্রকৌশলী/মেকানিকাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২। রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, রেলক্রসিংগুলোর আশে পাশে-অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যাত্রীদের সচেতন করার জন্য জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও আমাদের সময় পত্রিকায় গত ২৩-১০-২০১৬ হতে ২৭-১০-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটিতে পর পর দুই দিন প্রচারিত হয় । বর্তমানে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলক্রসিংগুলোর আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।
(২) নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যাত্রীদের সচেতন করে তুলতে হবে।
(৩) যাত্রী হয়রানী রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকল্পে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
(৫) রেললাইনের উপর পথচারী পারাপার বিরোধী ভিডিও ক্লিপসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৬) প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বৃদ্ধি করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

৪.৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রেলওয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রেলওয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নের প্রকৃত আদায় সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৪। জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সহকারী স্টেশন মাস্টার এর ২৭০ টি পদের বিপরীতে ২৫৭ জনকে গত ৩০-০৬-২০১৬ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫০ জন এএসএম আরটিএতে প্রশিক্ষণ শেষে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট ১০৭ জন প্রশিক্ষরত আছেন। গত ২৮-০৭-২০১৩ তারিখে বিজ্ঞপ্তি নং বাঃরেঃ/পশ্চিশ-১২/২০১২ এর মাধ্যমে ১৬৯ টি গেইট কিপার (ইঞ্জিঃ) পদে এবং ২৮-০৭-২০১৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং বাঃরেঃ/পশ্চিম-১৩/২০১২ এর মাধ্যমে ২৬৩ টি গেইট কিপার (ট্রাফিক) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে রীট মামলা দায়ের হওয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

তিনি আরোও জানান যে, হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগের ওপর মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। পুনরায় মাননীয় এটর্ণী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নব-নিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ২য়, ৩য় ৪র্থ শ্রেণীর ৫৩ ক্যাটাগরির ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া যায়; ১২০৮ টি পদে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। তন্মধ্যে ১৫৫ টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১২ টি কম নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৭ টি পদে মামলা বিদ্যমান । অবশিষ্ট ১০৩৪ টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। অনুরূপভাবে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৫৪.০০.০০০০. ০০৭.১১.০১৪.১২-১৯৫৮ তারিখ ০৫-০৯-২০১৬ এর মাধ্যমে ৩ ক্যাটাগরির ১০৪ টি পদে ছাড়পত্র পাওয়া যায় যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএ-কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়ে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
(২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।
(৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৬। সিওপিএস(পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।

৪.৫। রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাসঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, গত বছরের তুলনায় রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র চিহ্নিত করাসহ একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরীপূর্বক প্রেরণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যে জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে যাত্রী, মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ১০৩১.১৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই-জানুয়ারি/২০১৭ মাসে ৭০৮ কোটি টাকা আয় হয়। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতঃ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহাব্যবস্থাপকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং বিসিআইসির সমন্বয় কমিটি গঠন করে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কন্টেইনার পরিবহন বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি, কাস্টমস, সিএন্ডএফ এজন্টে এসোসিয়েশন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়ে ১২-০৩-২০১৭ তারিখে রেলভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ হতে কন্টেইনার পরিবহন বৃদ্ধির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) রাজস্ব আদায়ের সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত করাসহ একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী পূর্বক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে।
(৩) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
(৪) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৫) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।
(৬) মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক রেলওয়েতে ভিআইপি চলাচলের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভিআইপি কোটায় টিকেট বরাদ্দ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৭) রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে বিসিআইসি এর সাথে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহন নিশ্চিত করবেন।
(৮) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও পোর্ট অথরিটি এর সাথে যোগাযোগ রেখে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন/আর এস), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৬ (ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

যুগ্ম সচিব (ভূমি) জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের উভয় পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা/দখল নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। উচ্ছেদকৃত ভূমি নীতিমালার আওতায় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হচ্ছে। তিনি আরো জানান যে, উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য কোন বরাদ্দ না থাকায় T/A, D/A পাওয়া যায়না।

বিগত ৬ মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)		
	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
সেপ্টেম্বর/১৬	৬.৮০	১৩.৪৯	২০.২৯
অক্টোবর/১৬	৬.৯৫	১.৮৩	৮.৭৮
নভেম্বর/১৬	১১.২০	৪.৮১	১৬.০১
ডিসেম্বর/১৬	৬.৬০	৪.২১	১০.৮১
জানুয়ারী/১৭	৫.২০	৪.০৫	৯.২৫
ফেব্রুয়ারি/১৭	২৩.৬০	১.৪২	২৫.০২
৬ মাসে মোট	৬০.৩৫	২৯.৮১	৯০.১৬

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভূমিতে স্হাপিত সকল অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫.৫৬৪ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৯,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা/বিভিন্ন প্রজাতির ২৩,১৭৭ টি শোভা বর্ধনকারী ফুলের চারা রোপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ০.৭০২ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। রেল পুলিশ ও আরএনবির সহযোগিতায় রেল লাইনের দুই পার্শ্বে (১০ ফুট X ২=২০ ফুট) স্থান নিয়মিত রুটিন কাজ হিসেবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রেল ক্রসিংগুলোর আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যে জোনাল পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে সর্বমোট ০৪ টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করার জন্য এডিজি (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্হানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান এবং এ বিষয়ে স্টেশন মাস্টারকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূ-সম্পত্তি বিভাগে চেইনম্যান পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। সার্কেল অফিসার এবং এলআই পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতার জন্য দুই অঞ্চলে এক্সক্যাভেটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের সাথে যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(২) রেলভূমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পার্শ্বসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) রেল পুলিশ ও আরএনবির সহযোগিতায় রেল লাইনের দুই পার্শ্বে (১০ ফুট X ২= ২০ ফুট) নিয়মিত রুটিন কাজ হিসেবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।

(৫) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৬) রেল ক্রসিংগুলির আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।

(৭) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৮) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৯) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
(১০) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১১) রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্ম-সচিব (ভূমি) পর্যায়ক্রমে ভূ-সম্পত্তি অফিসসমূহ পরিদর্শন করবেন।
(১৩) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনকালে সব ধরণের legal protection দেয়া হবে এবং প্রণোদনা হিসেবে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে।
(১৪) উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতার জন্য দুই অঞ্চলে এক্সক্যাভেটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি। এ মাসে পূর্বাঞ্চলে ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। উভয় অঞ্চলে দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৭৩টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০৮টি এবং মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬৫টি। ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে মোট আদায় ৪,৩৯০৮১/-টাকা, তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ২,৫৭০৮১/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৮২,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১০,০৬,৯৮,৫০৮/-টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১০,০২,৫৯,৪২৭/- টাকা ।

ডিজি, বিআর জানান যে, পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারীভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২। পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (সেপ্টেম্বর/১৬ হতে ফেব্রুয়ারি/১৭) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মাস	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
সেপ্টেম্বর/১৬	০.৮৭	১.৫০	২.৩৭
অক্টোবর/১৬	০.৮৭	০.৫০	১.৩৭
নভেম্বর/১৬	৩.৩৮	১.৩২	৪.৭০
ডিসেম্বর/১৬	০.৮৭	১.৪৬	২.৩৩
জনুয়ারী/১৭	১.১৭	১.৮০	২.৯৭
ফেব্রুয়ারি/১৭	২.৫৭	১.৮২	৪.৩৯
মোট=	৯.৭৩	৮.৪০	১৮.১৩

সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের জন্য ১০% করের টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের কার্যালয়ের ভূ-সম্পত্তি বিভাগ হতে আর্থিক সম্মতির জন্য নথি এডিজি (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে।
(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে জনবল সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
(৬) সার্টিফিকেট মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশিণ্টষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হবে।
(৭) সাটিফিকেট মামলা দায়রের জন্য ১০% করের টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৮) বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রাপ্য অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র লেখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ২০.১০.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২০০৫ সালের পর হতে হাল সন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবী ও ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ, বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা হতে বিভিন্ন সংস্হার দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাময়িক ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে camp collection-এর ব্যবস্থা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পাওয়া অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র দিতে হবে।
(২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ পূর্বক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে।
(৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) সাময়িক ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে camp collection এর ব্যবস্থা করতে হবে।
(৫) ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

অডিট শাখার সহকারী সচিব জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি নিম্নরূপঃ জানুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৬৯৫টি। জানুয়ারি/২০১৭ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৭টি। জানুয়ারি/২০১৭পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬৭৮টি। সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১১৫টি। অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯৩১টি। খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি। নতুন আপত্তির সংখ্যা- ৫৩টি।

ডিজি, বিআর জানান যে, ১৭.০২.২০১৭ হতে ২১.০৩.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১৪ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভার কর্যক্রম চলমান আছে। গত ০২.০৩.২০১৭ তারিখে জিএম/পশ্চিম দপ্তরে ০১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানগণকে ০৪.০১.২০১৭ তারিখে পত্র লেখা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৭। ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/উদ্ভাবনী বিষয়ঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিএসটিই/টেলিকম দপ্তরে ২২.০১.২০১৭ তারিখ হতে অভ্যন্তরীনভাবে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে এবং ০১.০২.২০১৭ তারিখ মহাপরিচালক দপ্তরের সাথেও সংযুক্ত করা হয়েছে। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ই-টেন্ডারিং চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৮ টি দরপত্র ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালুকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণকে ইতোমধ্যে Corporate মেইল আইডি প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি/১৭ এর পর হতে ওটিএম পদ্ধতির কোন দরপত্র ই-জিপি ব্যতিত আহ্বান করা হচ্ছে না। ই-টেন্ডারিং পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে Extensive প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য এবং সকল ক্রয় সত্ত্বাকে টেকনিক্যাল সার্পোট সহায়তা প্রদানের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের লক্ষ্যে আরএফপি আহ্বান করা হয়েছে যা গত ১১.০৩.২০১৭ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। পিইসি কর্তৃক নেগোসিয়েশন সম্পাদনের পর আগামী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের

মধ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা সম্ভব হবে আশা করা যাচ্ছে। কনসালট্যান্টের কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্নাঙ্গ ই-জিপি চালু সম্ভব হবে। সভাপতি বলেন যে, বেশি সংখ্যক অফিসারদের ট্রেনিং প্রদান করতে হবে যাতে তাঁরা দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। তিনি রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমীতে 'ই-টেন্ডারিং' কোর্স কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তকণের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। সোনার বাংলা ট্রেনে এ/সি কোচসমূহে Wifi সিস্টেম স্থাপনের জন্য রবি আজিয়াটা লিঃ নামক একটি মোবাইল অপারেটর এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাঁরা সোনার বাংলা ট্রেনে ইতোমধ্যে Wifi সেবা চালুকরণের নিমিত্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের পূবাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মোট ১৩ টি (ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, সিলেট ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর,. দিনাজপুর, যশোর ও খুলনা) রেলওয়ে স্টেশনে Wifi চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনেও এই সেবাটি চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি বলেন যে, Wifi শুধু চালু করলেই চলবেনা একই সাথে স্পীডও নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

১। জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং চালু রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন সুনির্দিষ্ট কারন ছাড়া ই-টেন্ডারিং ব্যতিত সাধারণ দরপত্র আহবান গ্রহণযোগ্য হবে না।
২। ই-টেন্ডারিং চালুর নিমিত্ত ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩। রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমীর কোর্স কারিকুলামে "ই-টেন্ডারিং" কোর্স চালুকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪। সোনার বাংলা ট্রেনে Wifi চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে স্পীড নিশ্চিত করতে হবে।
৫। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্টেশন ও ট্রেনে Wifi সুবিধা চালু করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। পরিচালক (সংগ্রহ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৮। রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে সকল স্টেশনে আরএনবি বিভাগের সদস্য কর্মরত আছে এই সকল স্টেশনসমূহে যাত্রীবাহী ট্রেনের ছাদে বাফারে ও ইঞ্জিনে অবৈধ যাত্রী ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশন এলাকা হকারমুক্ত রাখার জন্য আরএনবি সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), আরপির আবাসনের জন্য উপযুক্ত জায়গা সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), চট্টগ্রাম ও রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জাল টিকেটের রুট খুজে বের করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও আমাদের সময় পত্রিকায় গত ২৩-১০-২০১৬ হতে ২৭-১০-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটিতে পর পর দুই দিন প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা আছে। এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অধীন চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলায় ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে সর্বমোট ২৪২৫টি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং টিকিট কালোবাজারী, বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকারী, মাদক/ধুমপান, চোরাকারবারী, ভবঘুরে/টোকাই ও অন্যান্য অপরাধে মোট ১৪৫৭ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরোও জানান যে, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান সংক্রান্ত ৪০টি

মামলায় মোট ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সভায় সম্প্রতি টিজি পার্টি কর্তৃক টিকিট বিহীন যাত্রীদের নিকট হতে জরিমানার নামে অবৈধভাবে টাকা গ্রহণ ও আত্মসাৎ, কমলাপুর রেলস্টেশনে কালোবাজারীকালে রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক হাতে নাতে ধরাপরা ইত্যাদি সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক জানান যে, গত ১৯-০২-২০১৭ তারিখে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে টিজি ডিউটিতে নিয়োজিত থাকাকালীন বিনা টিকিটধারী যাত্রীদের নিকট হতে অবৈধভাবে টাকা গ্রহণ করায় ০১ জন এএসআই এবং ০৩ জন কন্‌স্টেবলকে চাকুরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরোও জানান যে, মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বাড়াতে হবে। তাহলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। রেলওয়ে পুলিশ-এর উদ্যোগের কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। সভাপতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শককে ধন্যবাদ জানান।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলাসমূহের ট্রায়াল বিষয়ক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে এবং প্রতিমাসে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(২) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্ত গঠিত কমিটি আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দখিল করবেন। কমিটিতে RNB ও GRP প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে হবে।
(৩) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক আরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৫) আরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে।
(৬) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৭) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) আরপির আবাসনের জন্য উপযুক্ত জায়গা সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
(৮) স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বছর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৯) জাল টিকিট এর উৎস খুঁজে বের করে জড়িতদের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
(১০) রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রধান প্রধান স্টেশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১১) প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বাড়াতে হবে ।
(১২) প্রতিটি ট্রেনে টিজি পার্টির বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১৩) রেলভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের আরোও কঠোর ভুমিকা পালন করতে হবে এবং রেলভবনের অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি/দর্শনার্থীদের প্রবেশ বারিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.৯। সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

সভাপতি পরবর্তী সমন্বয় সভাগুলোতে সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১। রেলপথ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়মিত সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

২। সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলো আন্তরিকতার সাথে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। উপ-সচিব (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) এবং কাউন্সিল অফিসার রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১০। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনাঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। একাডেমির ৪ টি শ্রেণী কক্ষকে মাল্টিমিয়া ক্লাশরুমে উন্নীত করার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আরো ৬ টি শ্রেণী কক্ষকে মাল্টি মিডিয়া শ্রেণী কক্ষে উন্নীত করার জন্য আগামী অর্থ বছরে বরাদ্দ চাওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবসিক সুবিধার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ১৩.০৮.২০১৬ ইং তারিখে আরটিএ বিওডি সভায় বাস্তবতার নিরিখে প্রস্তাবিত ২০০ শয্যাবিশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী (কর্মচারী) হোস্টেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রিসোর্স পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পিপিআর এবং প্রজেক্ট মেনেজমেন্ট এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়/হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

১। রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের ওষুধ সরবরাহ ও ডায়েট সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করবেঃ

(ক) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(খ) যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(গ) চীফ মেডিক্যাল অফিসার (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।

(ঘ) প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, জেনারেল রেলওয়ে হাসপাতাল, কমলাপুর ঢাকা।

২। রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও সাধারণ জনগনকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩। আগামী সমন্বয় সভায় দুই অঞ্চলের CMO হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত নিয়ে উপস্থিত থাকবেন।

৪। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৫। প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধার মান উন্নয়ন করতে হবে।

৭। উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রির্সোস পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।

৯। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।

১০। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। তত্ত্বধায়ক, রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় মেডিক্যাল অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।

৪.১১। (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (APA)ঃ

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কমসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের লক্ষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকায় গত ৫-৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখ দুই দিনব্যাপী একটি ল্যাব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ল্যাবে লেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে এপিএ টীমের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়ণের লক্ষ্যে ২০-০৩-২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এঁর সভপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় নতুন অন্তর্ভুক্ত বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ/পর্যালোচনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে তদারকি অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
(২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
(৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(খ) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য খসড়া Action Plan গত ৩১/৩/২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নতুন Goals এবং Target সংযোজনপূর্বক পূর্বে প্রণীত খসড়া Action Plan টি update করতঃ ২৫/১০/২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সময়ে সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক খসড়া Action Plan চূড়ান্তকরণের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত Action Plan বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষটি তত্ত্বাবধান করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(গ) বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)(শৃঙখলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫০টি। চলতি মাসে শুরু হওয়া বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০টি। চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০টি । ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪৫টি । ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৫টি। অনিষ্পন্নকৃত বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৫০টি

ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জানুয়ারি/২০১৭ মাসের জের ২৫৮ টি, ফেব্রুয়ারি/১৭ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪৬টি, নিস্পত্তি হয়েছে ৩৪টি। ফেব্রয়ারি/২০১৭ মাসের জের ২৭০ টি। যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(ঘ) পরিদর্শন প্রতিবেদন।

আলোচনা

অতিরিক্ত সচিব (আইন), ১২.১২.২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিম অঞ্চলের পাকশী বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি অফিসের আওতাধীন ১৮ নম্বর খুলনা কাচারী পরিদর্শন করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) দপ্তর প্রধানগণ নিয়মিত দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/০৪/১৭

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব